সংস্কৃতি

ত্রিবৃত্ত পুরস্কার

সম্প্রতি কোচবিহার ল্যান্সডাউন হলে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ত্রিবৃত্ত পুরস্কার অর্পণ করা হল দুই বাংলার কবি, চিত্রশিল্পী, ছড়াকার, সাংবাদিক, সাহিত্যিককে। ত্রিবৃত্ত ও পূর্বোত্তর পত্রিকা আয়োজিত এবং ত্রিবৃত্ত অ্যাওয়ার্ড অ্যাকাডেমি নিবেদিত ২০১৫ এবং ২০১৬ সালের ত্রিবৃত্ত পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক শ্যামলকান্তি দাস। এই উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান ও বিধায়ক মিহির গোস্বামী, কোচবিহারের জেলাশাসক কৌশিক সাহা, কবি সুবর্ণ রায়, আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল দাশ, বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি সরোজ দেব, ত্রিবৃত্ত পত্রিকার সম্পাদক শাশ্বতী দেব, ত্রিবৃত্ত পুরস্কার অনুষ্ঠানের মূল সভাপতি ড. দিগ্বিজয় দেসরকার, ত্রিবৃত্ত পত্রিকার প্রাণপ্রতিম ড. আশিস নাহা, ত্রিবৃত্ত অ্যাওয়ার্ড অ্যাকাডেমির সভাপতি বিশিষ্ট রণজিৎ দেব প্রমুখ।

একথা বলাই যায় যে, একটি 'লিটল ম্যাগ' পত্রিকার পক্ষ থেকে এমন একটি পুরস্কার প্রথম ও দীর্ঘস্থায়ী সাহিত্যকর্ম। এই ত্রিবৃত্ত পুরস্কারটি আজ ঐতিহ্যময় হয়ে উঠেছে কবি ও সাহিত্যিক রণজিৎ দেব ও ত্রিবৃত্ত পত্রিকার সম্পাদক শাশ্বতী দেবের একান্ত প্রচেষ্টায় ও অগণিত অনুরাগী সাহিত্যপ্রেমী মানুষের উৎসাহে। 'এঁরা শুধু ভালবাসার টানে প্রতিবছর কিছু সাহিত্যিককে যে পুরস্কার অর্পণ করেন, তা যেকোনো লেখকের কাছে প্রভূত সম্মানের এবং সারাজীবন মনে রাখার মতো'– একথাগুলি লিখেছেন ত্রিবৃত্ত পুরস্কারপ্রাপক সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

এদিনের অনুষ্ঠানে ২০১৫ সালের সমগ্র সাহিত্যকৃতির জন্য কবি বেণু সরকারকে ত্রিবৃত্ত পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই বছরের লোকসংস্কৃতিতে অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয় লেখক আবদুস সামাদকে এবং সাময়িকপত্র সম্পাদনার জন্য কবি ও লেখক শুভেন্দু চক্রবর্তীকে।

এই অনুষ্ঠানে ২০১৬ সালের জন্য ত্রিবৃত্ত পুরস্কারে ভূষিত হন ঔপন্যাসিক অমলকৃষ্ণ রায়, সাংবাদিকতার জন্য ত্রিবৃত্ত পুরস্কারে সম্মানিত হন সুমনকল্যাণ ভদ্র, পূর্বোত্তর পুরস্কার পেয়েছেন কবি ও ছড়াকার শুভাশিস দাশ, মিনতি নন্দী স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন চিত্রশিল্পী করুণা ভট্টাচার্য, বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সম্পাদক সরোজ দেব পেয়েছেন মধুরিমা বর্মন স্মৃতি পুরস্কার। এই পুরস্কারপ্রদান অনুষ্ঠানটি বাংলা ও বাংলাদেশ মিলেমিশে একাকার হয়ে আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে। সত্তর দশক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই পুরস্কার প্রদান করার ইতিহাস আজ পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে ঐতিহ্যবাহী নিঃসন্দেহে।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও বিধায়ক নির্মল দাশ এধরনের অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান মিহির গোস্বামী বলেন, অনেক ঝড়–ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়েও ত্রিবৃত্ত পুরস্কারপ্রদান অনুষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছেন অ্যাওয়ার্ড কমিটির সভাপতি কবি রণজিৎ দেব এবং ত্রিবৃত্ত পত্রিকার সম্পাদক ও লেখক শাশ্বতী দেব। তাঁদের এই অবদান কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের সাহিত্যপ্রেমীরা ভুলতে পারবেন না। এঁরা এক অনন্য ইতিহাস রচনা করে চলেছেন। এঁদের অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ড. দিগ্বিজয় দেসরকার।

ত্রিবৃত্ত পুরস্কারের ধারাবাহিকতা এবং ঐতিহ্যকে উল্লেখ করে ত্রিবৃত্ত অ্যাওয়ার্ড কমিটির সভাপতি রণজিৎ দেব বলেন, উত্তর ও দক্ষিণের কবি–সাহিত্যিকদের মেলবন্ধন তৈরির সূচনা হয়েছিল ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালের পুরস্কার ১৯৭৩ সালে প্রদান করার আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। আজ সেই পুরস্কার আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে ত্রিবৃত্ত, পূর্বোত্তর পত্রিকা এবং অগণিত সাহিত্যপ্রেমীর আন্তরিক ইচ্ছা ও ভরসাকে পাথেয় করে।

এখানে উল্লেখ থাকে যে, ১৯৭৩ সালের পুরস্কারপ্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তদানীন্তন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রী আই কে গুজরাল, কুটিরশিল্প ও বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় এবং সাংসদ শ্রী বিনয়কৃষ্ণ দাশচৌধুরি। এই পর্বের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাহিত্যিক ড. আশিস নাহা।

দ্বিতীয় পর্বে শুরু হয় আন্তর্জাতিক কবি সম্মেলন। এই পর্বে ভারত ও বাংলাদেশের কবিদের স্বরচিত কবিতা পাঠ শুরু হয় বিশিষ্ট কবি রামকানাই দাশের সভাপতিত্বে। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সমীরকুমার দাস, সুলেখা সরকার, মাধবী দাস, শ্যামলেন্দ্র চক্রবর্তী, সুজাতা পাল, শুভাশিস চৌধুরি, দীপায়ন পাঠক, অরবিন্দ ভট্টাচার্য, ন্বতী, মঞ্জু গুহঠাকুর চৌধুরি, রামধন রায়চৌধুরি প্রমুখ বিশিষ্ট কবি।

এই পর্বের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কবি সমীরকুমার দাস ও কবি শ্যামলেন্দ্র চক্রবর্তী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ত্রিবৃত্ত অ্যাওয়ার্ড কমিটির সভাপতি রণজিৎ দেব।

–অমল দেব

অ্যাক্টোওয়ালার আয়োজনে

অ্যাক্টোওয়ালা। মাল শহরে স্তিমিত হয়ে পড়া নাট্যচর্চাকে ফের স্বমহিমায় তুলে ধরতে একসময় এই সংগঠনের সূচনা হয়েছিল। সংগঠনের পরিচালনায় সম্প্রতি সপ্তম বছরের নাট্যোৎসবে দর্শকদের ভিড় প্রমাণ করল মাল শহরে ধারাবাহিক নাট্যচর্চা ও নাট্যামোদী দুটিই আজ তৈরি। ডামডিম যুব নাট্য সংস্থার সহযোগিতা ও মাল পুরসভার পৃষ্ঠপোষকতায় সুভাষিণী উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের রবীন্দ্রভবনে তিনদিনের নাট্যোৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। তিন সন্ধ্যায় মোট নয়টি নাটক মঞ্চস্থ হয়। ডুয়ার্সের প্রবীণ নাট্য অভিনেতা অমলেন্দু বিশ্বাস সহ অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নাট্যোৎসবের সূচনা করেন।

'রাজার পোশাক' *নাটকের একটি দৃশ্য*

নাট্যোৎসবের প্রথম নাটকটি ছিল আলিপুরদুয়ারের সঙ্ঘশ্রী যুব নাট্য সংস্থার 'চেনা মানুষ'। সিন্টু দত্তের নির্দেশিত নাটকটি নোয়াখালির দাঙ্গার পটভূমিকায় রচিত। পরিতোষ সাহা, সিন্টু দত্ত সহ সকলের অভিনয় খুবই ভালো। শিলিগুড়ির ওপেন সিক্রেট পরিবেশিত 'জটিলেশ্বর' নাটকটি উৎসবের দ্বিতীয় নাটক। পল্লব বসু নির্দেশিত নাটকটি সাসপেনশন থ্রিলার। চিন্তাভাবনা ভালো। কলকাতার তিলজলা ঋতু পরিবেশিত প্রথম সন্ধ্যার তৃতীয় নাটক 'অন্য রাজার গল্প' এককথায় অনবদ্য। নির্দেশক জয়ন্তদীপ চক্রবর্তী নিখুঁতভাবে নাটকটি পরিচালনা করেছেন। কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপের 'ডার্ক রুম' নাটকটি উৎসবের দ্বিতীয় সন্ধ্যায় প্রথমে পরিবেশিত হয়। পূর্বাচল দাশগুপ্তের নির্দেশনায় ব্রেন ড্রেন বিষয়টি নাটকটির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। দ্বিতীয় সন্ধ্যায় সলসলাবাড়ির ডুয়ার্স ক্লাবের গৌতম দত্ত নির্দেশিত 'হঠাৎ দেখা' নাটকটিতে কুশীলবদের সাবলীল অভিনয় ছাপ ফেলে। এরপর মঞ্চ মাতিয়ে তোলেন ডামডিমের নবীন প্রতিভারা। ডামডিম যুব নাট্য সংস্থার 'রাজার পোশাক' নাটকটি ছিল দ্বিতীয় সন্ধ্যায় তৃতীয় নাটক। সুধাংশু বিশ্বাসের নির্দেশিত নাটকের পরতে পরতে অভিনবত্ব। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিখ্যাত উলঙ্গ রাজা কবিতার ছায়া অবলম্বনে নাটকটির ট্রিটমেন্ট অনবদ্য। অভিনয়ে উৎসব মজুমদার, সায়নী দে, সৌরভ গুহ, সুশান্ত দে, নবমিতা দাস, সুচিত্রা সেন, উত্তরা মজুমদার, মোনালিসা পাল, পল্লবী সিনহা, অভ্রনীল ঘোষচৌধুরি, প্রিয়াংশু মজুমদার, দীপায়ন পাল, ইশা চক্রবর্তী – সকলেই অনবদ্য। শেষ দৃশ্যে রাজা হিসেবে তরুণ নাট্যপ্রতিভা উৎসবের অসামান্য ভঙ্গিমায় মঞ্চে প্রবেশ দর্শকদের বাক্‌রুদ্ধ করে তোলে। সুধাংশু বিশ্বাসের আবহ অন্য মাত্রা বহন করে। নাট্যোৎসবের শেষ সন্ধ্যায় মাল অ্যাক্টোওয়ালার নিজস্ব পরিবেশনা 'আশ্রয়' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। আবারও নতুনত্বের ছাপ রাখে সুধাংশু বিশ্বাসের নাটক। ধারাবাহিক নাট্যচর্চার মাধ্যমে অ্যাক্টোওয়ালা আজ পরিচিত নাম। সাম্প্রদায়িক দূরত্বের মনোভাব কীভাবে ঐক্যের সুরে রূপান্তরিত হয় তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন 'আশ্রয়' নাটকটি। অভিনয়ে সুধাংশু বিশ্বাস, সাধন দাশগুপ্ত, সুরজিৎ বসু, রমাপ্রসাদ পাল, মীনাক্ষী ঘোষ, সবিতা মজুমদার, সুলেখা বসু, বিশ্বনাথ বাগচি, তীর্থঙ্কর মজুমদার, দিলীপ দে, সৃজা বসু প্রমুখ নিজ নিজ চরিত্রে স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। বাউল গানে ছাপ রাখেন উত্তরা মজুমদার ও কবিতায় সৌমিক দে। অ্যাক্টোওয়ালা পরিবেশিত নাটকগুলিতে নবীন প্রতিভা রুদ্রাংশু বিশ্বাসের আবহ সংগীতের কথা আলাদা করে বলতেই হবে। এরপর গাজোল বিশানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রেক্ষাপটে 'সেথুয়া' নাটকটি পরিবেশিত হয়। শ্যামলতনু দাশগুপ্তের নাটকটি নির্দেশনা করেন তাপস বন্দোপাধ্যায়। জলপাইগুড়ি উদীচী নাট্য সংস্থার 'বাঘ বাবাজি' নাটকটি নাট্যোৎসবের শেষ নাটক। অভিজিৎ নাগের নির্দেশনায় শিবশঙ্কর চক্রবর্তীর নাটকটি ভিন্ন আঙ্গিকের। সবমিলিয়ে মাল নাট্যোৎসব সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরল নাটকের মাধ্যমে। এবারের নাট্যোৎসব সবারই প্রশংসা কুড়িয়েছে।

–বিদেশ বসু

'চেনা মানুষ' *নাটকের একটি দৃশ্য*

'আশ্রয়' *নাটকের একটি দৃশ্য*

বার্ষিক অনুষ্ঠান

মাথাভাঙ্গা–২ ব্লকের বড়শৌলমারির ৫ নম্বরের নবীন সংঘের চারদিনব্যাপী বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও বিচিত্রা অনুষ্ঠান সম্প্রতি আয়োজিত হল। নবীন সংঘের সম্পাদক টোটন দত্ত জানান, বৃক্ষরোপণ, ছাত্রছাত্রীদের বসে আঁকো, আবৃত্তি, কুইজ সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও সংগীত, নৃত্য পরিবেশনের পাশাপাশি ক্লাব সদস্যদের রকমারি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। দুস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। শেষ সন্ধ্যায় মঞ্চে আয়োজিত হয় বিচিত্রা অনুষ্ঠান।

– শ্রীবাস মণ্ডল

কলেজের অনুষ্ঠান

শীতের আমেজের এক আসরে শামিল হওয়ার টানে প্রাণখোলা আনন্দে মাতলেন কলেজ পড়ুয়ারা। সম্প্রতি রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তিনদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। আয়োজনে ছিল কলেজের ছাত্র সংসদ। ঘরোয়া স্বাদের অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বর্ণময় হয়ে উঠল ক্যাম্পাস চত্বর। সংগীত, নৃত্য, কবিতা, আবৃত্তি, নাটক, কুইজ সহ নানান ইভেন্টের আয়োজন ছিল। প্রথমদিন কলেজের একঝাঁক ছেলেমেয়ে মঞ্চে সমবেত হয়ে উদ্‌বোধনী সংগীত পরিবেশন করলেন। অনুষ্ঠান পরিবেশনায় ছিলেন মৌমিতা দাস, রীমাত্রি দেবনাথ, সুরচিতা পাল, ডিম্পল দাস, পরমা সাহা। একক আধুনিক সংগীতে সুরের জোয়ারে ভাসিয়ে উপস্থিত শ্রোতাদের মন জয় করলেন ছাত্রী শিল্পী প্রিয়াংকা দে। প্রাণের রবীন্দ্রসংগীতের সুরের মূর্ছনায় ভাসালেন তিস্তা পাল। স্নাতক প্রথম বর্ষে মৌমিতা রায়ের কণ্ঠে আধুনিক গান মুহূর্তের মধ্যে কার্যত সকলের হৃদয় ছুঁয়ে নিল। গানের আসরের পাশাপাশি, রবীন্দ্রকবিতা আবৃত্তিতে নবীন ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ রীতিমতো প্রশংসার দাবি রাখে। সেইসঙ্গে প্রতিদিন কলেজ শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত বিজ্ঞান প্রদর্শনীও নজর কাড়ে উপস্থিত সকলের। সমাপ্তির সন্ধ্যারাতে 'সারেগামা' খ্যাত কলকাতার শুভশ্রী দেবনাথের নানা সুরের গান পরিবেশন এককথায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখে। তিনদিনের উৎসবে নবীনবরণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ইটাহারের বিধায়ক অমল আচার্য। বিশেষ আকর্ষণ ছিল প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব।

–বিশ্বজিৎ সরকার

দীনেন্দ্রনাথ স্মরণ

সম্প্রতি এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিলিগুড়ির সাহানা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৩৫তম জন্মজয়ন্তী পালন করল। দীনেন্দ্রনাথকে কবিগুরু তাঁর 'সকল গানের ভাণ্ডারী' বলতেন। গত শতকের শুরুতে যখন শিল্পীরা নিজেদের মতো করে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে শুরু করেন তখন কবিগুরু দীনেন্দ্রনাথকে তাঁর গান, নাটক, নৃত্যনাট্য বিশুদ্ধভাবে পেশাদারি জগতে প্রচারের দায়িত্ব দেন। সেই সময়ের মঞ্চের তারকা শিল্পী হিসাবে পরিচিত কৃষ্ণচন্দ্র দে, নীহারবালা প্রমুখ দীনেন্দ্রনাথেরই হাতে গড়া ছিলেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে ১৯২৫ সাল থেকে গ্রামাফোন কোম্পানি বা পেশাদারি মঞ্চে অবিকৃতভাবে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনের ধারা শুরু হয়। প্রায় ৭০০ গান তিনি স্বরলিপিবদ্ধ করেছিলেন। 'রবীন্দ্রসংগীত' শব্দটি তাঁরই সৃষ্টি। 'গীতবিতান' শব্দটিও তাঁরই দেওয়া ছিল। রবীন্দ্রসংগীতের সার্থক প্রচার, প্রসার ও বিবর্ধনই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। রবীন্দ্ররচনাকে আগলে ও বিশুদ্ধভাবে প্রচারে তিনি নিজের জীবনকে নিঃস্বার্থভাবে নিবেদিত করেছিলেন। অথচ সেভাবে তিনি কোনোদিনই প্রচারের আলোয় আসেননি। স্মৃতির আড়ালে চলে যাওয়া মানুষটির নানাদিক নিয়ে আলোচনা করা হল সেদিনের অনুষ্ঠানে। সংস্থার সম্পাদক সুমিতা মজুমদার জানান, রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক সৃষ্টি ও শান্তিনিকেতন গঠনে দীনেন্দ্রনাথের অসীম অবদান ও প্রভাব তুলে ধরার পাশাপাশি অনুষ্ঠানে তাঁর রচিত গান পরিবেশন করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের ভাবনা ও পরিকল্পনার দায়িত্বে ছিলেন নন্দন দাশগুপ্ত। সুমিতা মজুমদার সংগীত পরিচালনার দায়ভার সামলালেন।

স্ফুলিঙ্গর আয়োজনে

সম্প্রতি নাথুয়া বানিয়াপাড়া চৌরাস্তা হাইস্কুলে এলাকার সাংস্কৃতিক সংস্থা 'স্ফুলিঙ্গ'র আয়োজনে ২৭তম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে ডুয়ার্সের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে। প্রয়াত কবি পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত ও দরবেশ শিল্পী কালাচাঁদ দরবেশকে অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। প্রতিযোগিতায় বসে আঁকো, কুইজ, একক ও সমবেত নৃত্য, সংগীত, তাৎক্ষণিক বক্তৃতার মতো বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের শংসাপত্র দিয়ে অনুপ্রাণিত করা হয়। সংস্থার সম্পাদক সজল নাগ বলেন, 'ডুয়ার্সের বুকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে স্ফুলিঙ্গ দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে নানা কাজ করে আসছে। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে এদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।' এদিনের অনুষ্ঠানে শালবাড়ি–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রামকুমার দত্ত, নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হেমন্ত রায়, বানিয়াপাড়া চৌরাস্তা হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক পবিত্রকুমার দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

–জিষ্ণু চক্রবর্তী

শ্রুতিনাটক উৎসব ও গুণীজন সংবর্ধনা

গত ৬ এবং ৭ই ডিসেম্বর শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে ঐতিহ্যমণ্ডিত মিত্র সম্মিলনী তাদের প্রয়াত নাট্যবক্তিত্ব দিলীপকুমার দের স্মৃতিতে দুদিনের শ্রুতিনাটক উৎসবের আয়োজন করেছিল। ওই উৎসবে মিত্র সম্মিলনীর নিজস্ব দুটি প্রযোজনা ছাড়াও স্থানীয় বাহার, বলাকা, কথকথা এবং কথা ও কবিতা নাট্যগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, দিলীপ রায় ও সোমা ভট্টাচার্য প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করার পর গুণীজন সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। গুণীজন হিসাবে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব পার্থ চৌধুরি ও বিশিষ্ট সাংবাদিক রামসিংহাসন মাহাতোকে সংবর্ধিত করার সঙ্গে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন নিবন্ধক অধ্যাপক তাপস চ্যাটার্জি ও জয়ন্তী মজুমদারকে সম্মানিত সদস্য স্মারক অর্পণ করা হয়। গুণীজন সংবর্ধনার শুরুতে উল্লিখিত গুণীজন ছাড়াও অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার জিপি সিংকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মিলনীর পক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন অশোক ভট্টাচার্য, ছন্দা দে মাহাতো ও স্বাগতা ভট্টাচার্য। এরপর স্বাগত সম্ভাষণ দেন সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক উদয় দুবে। গুণীজনদের মধ্যে নাট্যব্যক্তিত্ব পার্থ চৌধুরিকে অসিত ভট্টাচার্য স্মৃতি স্মারক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক রামসিংহাসন মাহাতোর হাতে হরেন ঘোষ স্মৃতি স্মারক সহ অন্যদের স্মারক ও উপহার সামগ্রী তুলে দেন জিপি সিং, উদয় দুবে, মিন্টু রাহা, দেবাশিস ঘোষ, সুদীপকুমার রাহা ও কৃষ্ণভজন ঘোষ। এরপর প্রথমে ডঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য রচিত মিত্র সম্মিলনী প্রযোজিত 'স্বর্গের রথ' নাটক মঞ্চায়নের পরে আশাপূর্ণা দেবী রচিত ও কল্যাণ দাশগুপ্তের নির্দেশনায় বলাকা নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত 'ইজ্জত' ও পার্থপ্রতিম মিত্র রচিত বাহার নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় 'গোয়ার্নিকা' নাটক মঞ্চায়নের পর বাহার ও বলাকা নাট্যগোষ্ঠীর হাতে স্মারক ও উপহার তুলে দেন অপরাজিতা ভট্টাচার্য ও স্বাগতা ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে চন্দন সেন রচিত ও কথকথা প্রযোজিত 'তেপান্তরের মাঠ' নাটকের পরে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় রচিত ও মিত্র সম্মিলনী প্রযোজিত 'প্রশ্ন, মঞ্চস্থ হওয়ার পর সবশেষে অঝময় চক্রবর্তী রচিত কথা কবিতা নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত 'এনকাউন্টার' নাটক মঞ্চায়নের পর স্মারক ও উপহার তুলে দেন মিন্টু রাহা, নীতীশ ভট্টাচার্য, অনিল ঘটক ও কৃষ্ণভজন ঘোষ।

দুদিনের এই সুন্দর অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার কল্লোল দে।